বিপাশা বলেছে.....

জন মার্টিন

বাংলাা সিডনী ডট কম-কিছুদিন আগে হঠাৎ করেই একটি নাটকের লিংক দিল।
তাও আবার বাংলা নাটকের লিংক। প্রবাসে বসে খুব কম বাঙ্গালীই বোধ হয় বাংলাদেশের নাটক মিস করে। এখন ডিস, সিডি, ডিভিডি এবং সর্বশেষ এই ওয়েব সাইটের কল্যাণে ঘরে বসে বাংলাদেশের টেলিভিশনের নাটক গুলো দেখা যায়। উৎসাহ নিয়ে আমি ক্লিক করলাম এবং পুরো নাটক টি দেখলাম। নাটকটির মূল বিষয় বস্তু হচ্ছে শিশু শ্রম এবং শিশুদের কিভাবে ঝুঁকি পূর্ন কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে তার গল্প।
নাটকের সমিকরনটি এই রকমের-
একজন যুবক একটি বেলুন তৈরীর ফ্যাকট্রির মালিক এবং সে বিপাশার ভীষন ভক্ত। বিপাশা টেলিভিশনের একজন তারকা। তো সেই তরুন মালিক তার ফ্যাকট্রিতে বেলুন বানানোর ঝুঁকিপূর্ন কাজগুলো শিশুদের দিয়ে করায়। শিশুদের সাথে দুর্ব্যবহার করে, প্রয়োজনে চড় থাপ্পর দিতেও দেরী করে না। কেউ দেরী করে এলে শাস্তি দেয়। তো একদিন একজন শিশুকে এই সব কারনে চাকরী থেকে বের করে দিল। সেই শিশুটির মা বিপাশার বাড়ীতে কাজ করে। ব্যাস.. বিপাশা সেই তরুন মালিক কে গিয়ে জ্ঞান দিল- যে কেন শিশুদের সাথে এমন খারাপ আচরন করা উচিৎ নয়, কেন তাদের দিয়ে ঝুঁকি পূর্ন কাজ করানো উচিৎ নয় এবং এই শিশুদের এখন তাদের লেখা পড়া করার সময়। অতএব তাদের এখন স্কুলে পাঠানো উচিত। বিপাশার মোহনীয় যাদুময়ী ভাষনে সেই মালিক একদিনে বদলিয়ে যায় এবং পরের দিন থেকে সে শিশুদের সাথে খারাপ আচরন করার বদঅভ্যাস বদলিয়ে ফেলে। অতপর তাহারা শুখে শান্তিতে বাস করিতে লাগিল।

এই নাটকটি দেখে একজন সাধারন দর্শক কি ভাবতে পারে? আমার কাছে যা মনে হয়েছে তা হলো- সেই মালিক একদিনে চরিত্র বদলিয়েছে- কারন বিপাশার মত টেলিভিশন তারকা তার কাছে এসে তাকে বুঝিয়েছে। অর্থাৎ টেলিভিশন তারকারাই কেবল পারে এই সমস্যার সমাধান করতে। যেহেতু বিপাশা একটি ফ্যাক্টরীতে গিয়েছে অতএব একটি ফ্যাক্টরীর মালিক বদলিয়েছে। ঢাকা শহরে যদি ১ লাখ ফ্যাক্টরী থাকে তবে বাকী মালিকরা বসে থাকবেন একজন টেলিভিশন তারকার জন্য যিনি এসে তাদের মোহনীয় ভাষায় ভাষন দিবেন আর সবাই যাদুর মত সব পরিবর্তন করে ফেলবে।

শিশু শ্রম যাদু দিয়ে বদলানো যায় না। বাংলাদেশের শিশু শ্রম একদিনে গড়ে উঠেনি এবং এর ব্যাপকতা কেবল শিশুর জীবনেই সীমাবদ্ধ নয়। এর সাথে জড়িয়ে আছে শিশু, তার পরিবার, সেই শিশুর কর্ম জীবন, কর্ম ক্ষেত্র, স্থানীয়-ব্যবসায়িক রাজনীতি এবং সর্বপরি দেশীয় রাজনীতি। শিশু শ্রমের সাথে ব্যবসায়িক বিষয়টি এমন ভাবে জড়িত যে ইচ্ছে করলেই কাল থেকে শিশু শ্রম বন্ধ করা যাবে না। ছোট্ট একটি উদাহরন দেই-

বাংলাদেশের প্রচুর মানুষ বিড়ি পান করেন । এই বিড়ি বানানোর সাথে শিশু শ্রম ভীষন ভাবে জড়িত। কুড়ি গ্রামে এমন অনেক বিড়ি ফ্যাক্ট্রীতে গিয়ে দেখেছি হাজার হাজার শিশু ঘন্টার পর ঘন্টা অস্বাস্থকর, উগ্র তামাকের গন্ধ সহ্য করে বিড়ি বানাচ্ছে। ফ্যাক্টরী গুলো এই কাজে শিশুদের বেশী পচ্ছন্দ করে কারন ওদের আঙ্গুল গুলো চিকন, নরম এবং ওরা বড়দের তুলনায় অনেক দ্রুত বিড়ি বানাতে পারে। এক নাগারে ওরা আট- নয় ঘন্টা বসে বিড়ি বানাতে পারে। আর কঞ্চি দিয়ে ওদের শাসন করা খুব সহজ। এই শিশুরা কাজ পাবার জন্য ভোর ৫টা থেকে ফ্যাক্টরীর বাইরে লাইন দিয়ে থাকে।ওদের বাবা মা সেই সকাল বেলা সারাদিনের খাবার দিয়ে পাঠিয়ে দেয়। ওদের বয়স কত? আমার চোখে দেখা সর্ব নিম্ন ১১ বছরের শিশুকে কাজ করতে দেখেছি দিনে ৮-৯ ঘন্টা। এই শিশুর উপার্জনে চলতো একটি সংসার। তো সেই বিড়ি ফ্যাক্টরীর মালিককে বিপাশা গিয়ে ঐ নাটকের মত একটি ভাষন দিলে কি শিশু শ্রম বন্ধ হয়ে যেত? ঐ অস্বাস্থকর কাজের পরিবেশ - যে কারনে অধিকাংশ শিশু ৫-১০ বছরের মাথায় শ্বাসকষ্ট নিয়ে বিছানায় পড়ে থাকে তার কি উন্নয়ন হতো?
সহজ উত্তর না! কারন ঐ ফ্যাক্টরী প্রতি ঘন্টায় কয়টি বিড়ি তৈরী হলো তা গুনবে। নতুবা বাইরে যে ক্রেতারা বসে আছে! বসে আছে বিশাল এক ব্যবসায়ী চক্র। যারা ঘুষ দেয়। ট্যাক্স দেয় এবং কম খরচে লাখপতি হবার স্বপ্ন দেখে।এই বিশাল চক্র এত শক্তিশালী যে শিশুর পরিবার গুলো পরিষ্কার জানিয়ে দিবে যে "আপনারা শহরের মানুষ, শহরে গিয়া নাটক করেন, আমাগো পোলার চাকরীটা খাইয়েন না। "এই শিশু শ্রম কেবল আবেগ আর ভালবাসা দিয়ে পরিবর্তন করা যাবে না। তার জন্য প্রয়োজন আইন এবং আইনের ব্যবহার। যদি টেলিভিশন তারকা দিয়েই এই কাজ হতো তাহলে সারাদিন টেলিভিশনে বড় বড় টেলিভিশন তারকারা বলুক-আপনার ঘুষ খাবেন না, দেশটাকে জিম্মি করবেন না, চুরি ডাকাতি ধর্ষন করবেন না। তাহলে কি আশ্চর্য প্রদীপের মত সব বন্ধ হয়ে যাবে?

মানুষের আচরন কেবল কথা, আবেগ, আর ভালবাসা দিয়ে পরিবর্তন বা সংযত করা যায় না। যদি তাই হতো তাহলে দেশে পুলিশ, বিচার বিভাগ বা শাসন ব্যবস্থার প্রয়োজন হতো না। পুলিশ আর বিচার বিভাগ বন্ধ করে দিয়ে সেই পয়সায় সবার বাড়ীতে বিনামূল্যে বড় পর্দার টেলিভিশন কিনে দিয়ে সারাদিন বিপাশার মত তারকাদের যাদুর বানী শোনান হতো। শিশু শ্রম বন্ধ করার জন্য যা সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন তা হলো পরিকল্পনা। পরিকল্পনা এবং বিশ্লেষনের অভাবে কি পরিমান ভয়াবহ অবস্থা হতে পারে তার একটি সত্যি উদাহরন দিচ্ছি। সম্ভবত ১৯৯৪ এর দিকের ঘটনা। রোজলীন কস্তা নামে একজন মানবাধিকার কর্মী বাংলাদেশের গার্মেন্টেস এ শিশু শ্রমের ভয়াবহ অবস্থা তুলে ধরলেন- পশ্চিমা বিশ্বের কাছে। জোড় লবি করলেন। যার ফলে পশ্চিমা বিশ্ব নিয়ম জুড়ে দিল এই শিশু শ্রম বন্ধ না করলে তারা বাংলাদেশ থেকে পোষাক কিনবেন না। এগিয়ে এলো ইউনিসেফ। তারা সারা ঢাকা জুড়ে স্কুল বানালো। সব শিশুদের নিয়ে স্কুলে ভর্তি করালো। ঐ শিশুরা স্কুলে এলে তাদের দুধ, বিস্কুট, আর মাস শেষে টাকা দেয়া হতো। কিন্তু একজন শিশু ঐ ফ্যাক্টরীতে কাজ করে যে টাকা পেতো- সম্ভবত তার

অর্ধেক টাকা দেয়া হতো স্কুলে আসার জন্য। তো এই অল্প টাকা দিয়ে তো আর সংসার চলে না। অতপর স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা কমে গেল। সেই শিশুরা ফিরে গেল সেই ফ্যাক্টরীতে। এবার ফ্যাক্টরীর মালিকরা চোখ রাঙ্গালেন। পরিষ্কার বলে দিলেন আগে যা পেত এবার তার চেয়ে কম টাকা পাবে ।আর কাজ করতে হবে লুকিয়ে- ঐ খুপড়িতে। কারন যে কোন সময় পরিদর্শক দল ফ্যাক্টরীতে আসতে পারে। ওরা দেখবে ফ্যাক্টরীতে কোন শিশু কাজ করে কিনা। ঐ দলের রিপোর্টের উপড় নির্ভর করে ওদের পোষাক বিক্রি হবে ।

অতএব শিশুরা নিরুপায় হয়ে ঐ শর্ত গুলো মেনে নিয়ে কম পয়সায়, আরো অস্বাস্থকর পরিবেশেই আবার কাজ শুরু করলো।

এই অবস্থার জন্য তখন ইউনিসেফের প্রচুর সমালোচনা হয়েছিল।

তারমানে কি নাটক বা টেলিভিশন তারকারা কি কোন প্রভাবই ফেলতে পারে না ?

অবশ্যই পারে তবে তা ঐ যাদুর চেরাগের মত কোন পরিবর্তন নয়। নাটক একটি নিদির্ষ্ট পর্যায় পর্যন্ত প্রভাব ফেলতে পারে। কিন্তু সেই পরিবর্তনকে আরো কার্যকরী করার জন্য দরকার ভিন্ন স্তরে কাজ করা। কিন্তু নাটকে মাঝে মাঝে এমন কিছু কথা বলা হয় বা দেখানো হয় যার ফলে সাধারন দর্শক মনে করেন সমাজ পরিবর্তনের , দেশ চালানোর সকল দায়িত্ব ঐ তারকাদের উপড়। তারকারাও কিন্তু সেই সুযোগটি ব্যবহার করে । যেমন আরনল্ড শেয়ার্জনিগার, অমিতাভ, আসাদুজ্জামান নূর থেকে শুরু করে অনেক তারকা রাজনীতিতে প্রবেশ করেছে এবং হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে নাটকে সামাজিক সমস্যা সমাধানের জন্য লাল ঝান্ডা উড়ানো যত সহজ- বাস্তবে রাজনীতির চোরাবালিতে সেই ঝান্ডা এত সহজে উড়ানো যায় না।

বাংলাদেশে চমৎকার কিছু টেলিভিশন ক্লিপ দেখানো হয়। সুন্দর গান, চমৎকার কিছু পিক্চারাইজেশন। তারকারা হাতেহাত ধরে এগিয়ে যাবার কথা বলছে। তারপরও আমাদের দেশের এই অবস্থা কেন? আমার মনে হয় ঐ সব দেখে দেশপ্রেমের আবেগে আমরা উদ্বেলিত হই। কিন্তু বদলাই না। কারন বিপাশা বলেছে বলেই আমরা বদলাবো না। আমাদের বদলানোর জন্য প্রয়োজন পরিকল্পনা,নেতৃত্ব এবং আইন।

জন মার্টিন
অভিনেতা, নাট্যকার, নির্দেশক
probashimartins@gmail.com